জনসংযোগ অফিস
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৭৭৯১০৪৫-৫১

Public Relations Office
Jahangirnagar University
Savar Dhaka Bangladesh
Phone: +88027791045-51

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রবেশিকা অনুষ্ঠিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২৬ জুলাই ২০১৮।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তিকৃত নবাগত শিক্ষার্থীদের প্রবেশিকা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছেন, যে জ্ঞান আজও মানুষের অজ্ঞাত, যে জগৎ এখনও অজানা, যে সম্পদ অর্জন সম্ভব হয়নি, সেসব অর্জনের মাধ্যমে এক অদৃষ্টপূর্ব ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। তিনি বিদ্যমান সকল অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার খুলে আপন প্রতিভা ও মেধার জাদুকরি শক্তিতে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল সমস্যা নিরসনে শিক্ষার্থীদের অগ্রণী ভূমিকা রাখার আহবান জানান।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আরো বলেন, বর্তমান সরকার নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চাহিদার অনুপাতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের দিকেও নজর দিতে হবে। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সার্বিক তত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, শুদ্ধাচার প্রয়োগ কৌশল ইত্যাদি। মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান আরো বলেন, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক বা বিডিরেনের মাধ্যমে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে হাই-স্পিড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রদান করা হচ্ছে। বিডিরেনকে ট্রান্স-ইউরেশিয়া ইনফরমেশন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে বিশ্ব জ্ঞানভা-ারের সঙ্গে আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে মেলবন্ধন করা হয়েছে। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট সর্বস্ব ডিগ্রিধারী না হয়ে প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম নবাগত শিক্ষার্থীদের স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ক্লাশ শুরুর প্রথম পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা আবাসন-সমস্যার মুখোমুখি হলেও তা সাময়িক সমস্যামাত্র। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের আবাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। উপাচার্য বলেন, ১২শ কোটিরও অধিক ব্যয়সংবলিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্প বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকল্প সরকারের প্রি-একনেক প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পটি সরকারের কাছ থেকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হলে ১০তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, ১০০০ জন ছাত্র ও ১০০০ জন ছাত্রীর আবাসন সুবিধাসহ ৩টি করে মোট ৬টি ১০তলা বিশিষ্ট হল নির্মাণ, হলের হাউস টিউটরদের জন্য ১০ তলা বিশিষ্ট ১টি বাসভবন নির্মাণ, শহীদ রফিক জব্বার হলের উত্তর ব্লকের ৪র্থ ও ৫ম তলা সমাপ্তকরণ, ১০ তলা বিশিষ্ট ১টি প্রভোস্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ, শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য ১টি করে আলাদাভাবে ১১ তলা বিশিষ্ট আবাসিক টাওয়ার নির্মাণ, তৃতীয় শ্রেণি, চতুর্থ শ্রেণি ও পরিচ্ছন্নতা কর্মচারিদের জন্য ১টি করে ১১ তলা বিশিষ্ট আবাসিক টাওয়ার নির্মাণ, ১০ তলা বিশিষ্ট ১টি গেস্ট হাউজ কাম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চার হাউজ, জীববিজ্ঞান অনুষদ ভবন, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ভবন, কলা ও মানবিকী অনুষদ ভবন এবং গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদ এর প্রত্যেকটির আনুভূমিক সম্প্রসারণ (৬ তলা বিশিষ্ট ১টি নতুন অংশ), ১০ তলা বিশিষ্ট ১টি লেকচার থিয়েটার, পরীক্ষা হল নির্মাণ এবং ৩ তলা বিশিষ্ট ১টি স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ও আবাসন ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং সমস্যার লাঘব হবে। উপাচার্য বলেন, আমরা চাই শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের জ্ঞানার্জন এবং গবেষণা করুক। অপরাজনীতি, নেশাসক্তি শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশের দ্বার রুদ্ধ করে দিতে পারে। তারা এসবে যুক্ত হলে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ এবং নেতৃত্ব গড়ে উঠবে না। এতে দেশ ও জাতির তাতে অপূরণীয় ক্ষতি হবে। উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সবার জন্য উন্মুক্ত। এখানে সকল দলের ও মতাদর্শের সমন্বয় সাধনের সুযোগ রয়েছে। তিনি শিক্ষার্থীদের বাস্তববাদী ও পরমত সহিষ্ণু হওয়ার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে উপাচার্য নবাগত শিক্ষার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক, ছাত্রকল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. রাশেদা আখতার ও প্রক্টর সিকদার মো. জুলকারনাইন।
ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার রহিমা কানিজ অনুষ্ঠানে ভর্তিকৃত নবাগত শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ডিন ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকের নিকট উপস্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকগণ নবাগত শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য বরণ করে নেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লোক প্রশাসন বিভাগের সভাপতি ড. জেবউন নেছা।

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
জনসংযোগ অফিস